36532 - কোরবানির গোশত কতটুকু খাওয়া যাবে, কতটুকু বণ্টন করতে হবে?

প্রশ্ন

আমরা কোরবানির গোশত কি করব? আমরা কি গোশতকে তিনভাগ করব; নাকি চার ভাগ করব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

কোরবানকিারী কোরবানির গোশত নজিে খতেে পারনে, হাদয়িা দতিে পারনে এবং সদকা করতে পারনে। দললি হচ্ছে আল্লাহ্র বাণী: "অতঃপর তোমরা তা থকেে খাও এবং দুঃস্থ অভাবীকে আহার করাও"।[সূরা হাজ্জ, আয়াত: ২৮] আল্লাহ্ আরও বলনে: "তখন তোমরা তা থকেে খাও এবং আহার করাও এমন দরদ্রিকে যে ভক্ষিা করে এবং এমন দরদ্রিকে যে ভক্ষিা করে না। এভাবে আমরা সগেুলোকে তোমাদরে বশীভূত করে দয়িছেি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর"।[সূরা হাজ্জ, আয়াত: ৩৬] সালামা বনি আকওয়া (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: "তোমরা খাও, খাওয়াও এবং সংরক্ষণ করে রাখ"।[সহহি বুখারী] হাদসিে 'খাওয়াও' কথাটি ধনীদরেকে হাদয়িা দয়ো এবং দরদ্রিদরেকে দান করাকে অন্তর্ভুক্ত করব।ে আয়শো (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: "তোমরা খাও, সংরক্ষণ করে রাখ এবং দান কর"।[সহহি মুসলমি]

কোরবানির গোশত কতটুকু খাওয়া যাবে, কতটুকু হাদয়িা দওেয়া হবে এবং কতটুকু সদকা করা হবে এ ব্যাপারে আলমেগণ মতভদে করছেনে। তবে এ ক্ষত্রেে প্রশস্ততা রয়ছে।ে অগ্রগণ্য অভমিত হচ্ছ-ে এক তৃতীয়াংশ খাওয়া, এক তৃতীয়াংশ হাদয়িা দওেয়া এবং এক তৃতীয়াংশ সদকা করা। যে অংশটুকু খাওয়া জায়যে সে অংশটুকু সংরক্ষণ করে রাখাও জায়যে; এমন কি সটো দীর্ঘ দনি পর্যন্ত হলওে যতদনি পর্যন্ত রাখলে এটি খাওয়া ক্ষতকির পর্যায়ে পৌঁছবে না। কন্িতু যদি দুর্ভক্ষিরে বছর হয় তাহলে তনিদনিরে বশেি সংরক্ষণ করা জায়যে নয়। দললি হচ্ছে সালামা বনি আকওয়া (রাঃ) এর হাদসি তনিি বলনে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "তোমাদরে যে মধ্যে ব্যক্তি কোরবানি করছে তৃতীয় রাত্ররি পররে ভোর বলোয় তার ঘরে যনে এর কোন অংশ অবশষ্টি না থাক"ে। পররে বছর সাহাবায়ে করোম জজ্ঞিসে করল: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমরা কি গত বছররে মত করব? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললনে: "তোমরা খাও, খাওয়াও এবং সংরক্ষণ কর। ঐ বছর মানুষ কষ্টে ছলি। তাই আমি চয়েছে িতোমরা তাদরেকে সহযোগতিা কর"।[সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি]

ওয়াজবি কোরবানি হোক কিংবা নফল কোরবানি হোক; গোশত খাওয়া কিংবা হাদয়িা দয়োর হুকুমরে মধ্যে কোন পার্থক্য নইে। অনুরূপভাবে কোন জীবতি ব্যক্তরি পক্ষ থকেে কোরবানি করা হোক কিংবা মৃত ব্যক্তরি পক্ষ থকেে কোরবানি করা হোক কিংবা কোন ওসয়িতরে প্রক্ষেতিে কোরবানি করা হোক এ বধিানরে মধ্যে কোন পার্থক্য নইে। কনেনা ওসয়িত-পূর্ণকারী ব্যক্তি ওসয়িতকারীর স্থলাভষিক্তি হন। ওসয়িতকারী খতেে পারনে, হাদয়িা দতিে পারনে এবং সদকা করতে পারনে। কনেনা এটাই তো মানুষরে মাঝে প্রথাগতভাবে প্রচলতি। আর যটো প্রথাগতভাবে প্রচলতি সটো শব্দ দয়িে উচ্চারণ করার সমতুল্য।

প্রতনিধিকিে যদি তার নয়িোগকর্তা খাওয়া, হাদয়িা দওেয়া ও সদকা করার অনুমতি দনে কংিবা বশিষে কারণ বা প্রথা অনুমতি দয়োকে নর্দিশে করে তাহলে তনিি সটো করতে পারনে। নচৎে তনিি নয়িোগকর্তাকে হস্তান্তর করবনে। নয়িোগকর্তা নজিে বণ্টনরে দায়ত্বি পালন করবনে।

কোরবানরি পশুর গোশত, চামড়া ইত্যাদি কোন কছিুই বক্রিি করা হারাম। কসাইকে তার পারশ্রিমকি কংিবা পারশ্রিমকিরে অংশ বশিষে কোরবানরি পশুর গোশত থকেে দওেয়া যাবে না। কনেনা এটা বচো-বক্রিরি অধভিুক্ত।

আর যাকে কোরবানরি পশুর হাদয়িা দওেয়া হল কংিবা সদকা দওেয়া হল তনিি এ গোশত বক্রিি করা কংিবা অন্য যা ইচ্ছা তা করতে পারবনে। তবে, তাকে যনিি হাদয়িা দয়িছেনে কংিবা সদকা দয়িছেনে তার কাছে বক্রিি করতে পারবনে না।